মৎস্য খাতে ঋণ প্রদান কর্মসূচি

আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাত একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মৎস্য চাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন যথেষ্ট কম। এর অন্যতম কারণ উদ্যোক্তা ও পুকুর মালিকদের অর্থাভাব। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে কৃষি ঋণের পাশাপাশি মৎস্য চাষের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে।

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির বিবরণ

মৎস্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি চালু আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ঋণ কর্মসূচির বিবরণ প্রদান করা হলো ঃ

(ক) পুকুর মৎস্যচাষ ঋণ কর্মসূচি

পুকুর সংস্কারসহ বিদ্যমান পুকুরে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে মাছ চাষে উৎসাহিত করে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এ কার্যক্রমটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকমূহ যথাঃ- সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ঋণের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ-

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

পুকুরের মালিক, ইজারাদার, যৌথমালিকানাধীন পুকুরের অংশীদারগণ হতে আমোক্তারনামা বা সম্মতি পত্র প্রাপ্ত অংশীদারগণ আবেদনের যোগ্যতা রাখে।

আবেদন পত্র দাখিল

আগ্রহী প্রার্থীগণকে ব্যাংক শাখা/স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস থেকে ঋণের আবেদন পত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণের পর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুকুরের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং সরেজমিনে পুকুর তদন্ত শেষে কারিগরি সম্ভাব্যতা সন্তোষজনক হলে ও মালিকানা যথার্থ মনে হলে আবেদনপত্রে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় পাঠাবেন।

ঋণ মঞ্জুর ও জামানত

প্রাপ্ত আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি ব্যাংক কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে একক বা যৌথভাবে পুকুর পরিদর্শন করবেন। ঋণ মঞ্জুরীর পর জামানত সংক্রান্ত ও অন্যান্য চুক্তিপত্র সম্পাদনান্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী এই ঋণের ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত কোন সহায়ক জামানত প্রয়োজন হয় না। ৫০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ঋণের জন্য পুকুর জামানত হিসাবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকবে।

সুদের হার

এই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বর্তমান সুদনীতি অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। খেলাপী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পরের দিন থেকে ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করবে।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ

১৮ মাস পর ঋণ পরিশোধ শুরু হবে এবং ঋণ গ্রহীতা ৪টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে সম্পূর্ণ সুদসহ ঋণ পরিশোধ করবে।

(খ) মাছচাষের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ ব্যবস্থা

মৎস্যচাষীগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই মৎস্যচাষের সম্ভব্যতা যাচাই পূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণ খাত ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধের কিস্তি নির্ধারণ করে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সাধারণত যারা বেশী অংকের ঋণের জন্য আবেদন করেন তারা এই ক্যাটাগরির ঋণ পেয়ে থাকেন।

(গ) সাধারণ ঋণ কর্মসূচির আওতায় পল্লী ঋণ

শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলা এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ পেয়ে থাকেন। এই ঋণ প্রদানের সাধারণ নিয়মগুলো নিম্নে প্রদান হলো ঃ-

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলা এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ পাবার যোগ্য, তবে মৎস্যচাষের উপর তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। ঋণ গ্রহণের জন্য গ্রুপ গঠনের প্রয়োজন হবে। যে সমস্ত পুকুরে মাছচাষ হচ্ছে না তা গ্রুপের নামে লীজ গ্রহণ করতে হবে।

ঋণের জামানত

এই ঋণের জন্য অতিরিক্ত কোন জামানত প্রয়োজন হবে না। তবে ৫০,০০০/- টাকার বেশী ঋণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে সমপরিমাণ সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হবে।

ঋণের পরিশোধের মেয়াদ

পুকুরে মাছচাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় ব্যাংক ঋণ থেকে মিটানো হবে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি

প্রতিবার মাছ ধরার সময় বিক্রিত মাছের মূল্যের ৫০% ঋণের হিসাবে জমা হবে যতদিন না সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয়। বিক্রিত মাছের ৫০% টাকা গ্রুপ সদস্যরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুকুরের মাছ ধরা এবং বিক্রি হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ঋণ কর্মসূচির প্রচলিত নীতিমালা প্রায় একই ধরণের। কিন্তু ব্যাংক ভেদে বিদ্যমান ঋণসীমা ভিন্নতর। বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ঋণ কর্মসূচির খাত সমূহ ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ-

ব্যাংকের নাম	খাত সমূহ	বিদ্যমান ঋণসীমা	সুদের হার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	পুকুরে মৎস্যচাষ	বিঘাপ্রতি ২১,৩০০/- টাকা	৮%
	উপকূলীয় এলাকায় স্বল্প মেয়াদী ঋণ কর্মসূচি	প্রতি ১০ একর চাষের জন্য ১,৮১,০০০/- টাকা হতে ১,৮৬,০০০/-	
	উন্নত ব্যাপক পদ্ধতিতে গলদা চাষের ঋণ দান কর্মসুচি	একর প্রতি ৬০,০০০/- টাকা হিসেবে ১,৫০,০০০/- টাকা ২.৫০ একরের জন্য	
	উন্নত সনাতন পদ্ধতি	একর প্রতি ২০,০০০/- টাকা হিসেবে জমির পরিমাণের উপর	
	পুকুরে মধ্য মেয়াদী মাছের চাষ	মূলধন ব্যয় ৩৭,০০০/- টাকা + বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য আলাদা নীতিমালা।	
সোনালী ব্যাংক	পুকুরে মৎস্যচাষ	একর প্রতি ৭৫,০০০/- টাকা	৮%
	চিংড়ি চাষ -সনাতন পদ্ধতি -উন্নত পদ্ধতিতে -সনাতন পদ্ধতিতে	 একর প্রতি ২৪,৭০০/- টাকা একর প্রতি ১,৩১,২৯৮/- টাকা ১,৬৯,২০০/- টাকা (১০ একরের জন্য)	
	হ্যাচারি -১০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের জন্য -১৫০কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের জন্য	 ৩,৪০,৫১৫/- টাকা ৪,৭৩,৩৮৭/- টাকা	
	এক একর পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের পোনা চাষ -এক ধাপ পদ্ধতিতে -দুই ধাপ পদ্ধতিতে	 ৩৪,৪২৬/- টাকা ৭৫,৮৮০/- টাকা	
অগ্রণী ব্যাংক	**পুকুরে মাছচাষ (সর্বোচ্চ এক একর পুকুরের জন্য)** -পুকুর পুনঃ খনন -পানি নিষ্কাশন ও উপকরণ বাবদ	 বিঘা প্রতি ১৫,০০০/- টাকা বিঘা প্রতি ২,২০০/- টাকা মোট = ১৭,২০০/- টাকা	৯-১০%